বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ সিংহাসন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট,—"বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা।

'বত্রিশ সিংহাসন' কিরূপ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ, একটী ঘটনায় তাহা উপলব্ধি হয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় বঙ্গদেশে যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, বর্ত্তমান কালের ন্যায় মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষরের যখন সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়, এবং বিলাত হইতে গবরমেণ্ট কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাঁহারা সিবিলিয়ান জজ ম্যাজিষ্টর হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তক একখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত ছিল।

সিবিলিয়ানদিগের ভাষা শিক্ষার জন্য লণ্ডননগরে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন,—বত্রিশ সিংহাসনের' ভাষা-ভাব নীরস কর্কশ এবং আকর্ষণীশক্তিশূন্য। ফলতঃ এই গ্রন্থ, অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, অতীব মধুর-ভাবাপন্ন এবং অতীব আকর্ষণীশক্তিবিশিষ্ট। গ্রন্থখানি গল্পের আকারে গ্রথিত। পড়িবার সময় মনে হয়, যেন কোনও উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করিতেছি। একবার পড়িতে বসিলে, উহা শেষ না করিয়া উঠা যায় না। বীর করুণ হাস্য—গ্রন্থখানি সকল রসেরই সারভূত। আদিরসও ইহাতে প্রচুর আছে। গ্রন্থখানি যেন সর্ব্বরসের আধার।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত

পাত্র কেহ না থাকায় সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজরাজার অধিকারের সময় ঐ সিংহাসন প্রকাশিত হয়। ভোজরাজা ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিবার যে যে দিন স্থির করেন, সেই সেই দিনে এক একটী পুত্তলিকা এক একটী গল্প করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক পুত্তলিকা মনোহর গল্পচ্ছলে রাজাকে বলে যে,—"এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত-গুণসম্পন্ন না হইলে এই সিংহাসনে আরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে; মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত-গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাই এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আপনার সেই যোগ্যতা আছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া পরিশেষে এই সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।" ভোজরাজা বত্রিশটী পুত্তলিকার বত্রিশটী গল্প শ্রবণ করিয়া, সিংহাসনাধিরোহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সেই বত্রিশটী মনোহর গল্প-রত্নে এই গ্রন্থ সমলঙ্কৃত। পাঠক! আধুনিক উপন্যাস পাঠে যে রস দেখিতে পাইবেন না, সে রস ইহাতে প্রচুর দেখিবেন।

আমরা এক্ষণে বহু অনুসন্ধানে লণ্ডননগরে প্রথম প্রকাশিত, কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত, সেই আদি-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই "বত্রিশ সিংহাসন" গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। সে কালের—সেই একশত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গদ্য-ভাষা এই গ্রন্থ-পাঠে সম্যক জানিতে পারিবেন। সেকালের ভাষা যেরূপ ছিল, আমরা অবিকল তাহাই রাখিয়াছি; 'শুদ্ধ' করিয়া সেকালের ভাষার কোনরূপ বিকৃতি সাধন করি নাই।

শ্রী—

শ্রী

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত

লন্দন মহা নগরে চাপা হইল

১৮১৬

দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা যুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তর এই॥

বত্রিশ সিংহাসন।

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বন্দকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগে পরিখা করিয়া শাল তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বন হইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য নষ্ট প্রত্যহ করে এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড় বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে একি আশ্চর্য্য এই বৃত্তান্ত লোকপরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের

ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজপ্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রিরও নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোন বস্তু আছেন তাহার শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজপ্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল তৎপরে সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্ন-সিংহাসন উঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপরে রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে স্থান হইতে সিংহাসন লড়িল না। তৎপরে আকাশবাণী হইল যে হে রাজা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরণ দিয়া এ সিংহাসনের পূজা বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে তাহা শুনিয়া রাজার সেইরূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন॥

তৎপরে ধারা নামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভাস্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে

বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকেরদিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগুরু কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র চামর ময়ূরপুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাসসামগ্রী সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেকসামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপরে শ্রীভোজরাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সামন্ত সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন॥

হে রাজা শুন যে রাজা গুণবান্ অত্যন্ত ধনবান্ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্ত্বিকস্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবলপ্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নহেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি যাচ্ঞামাত্রে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণাদি অতএব আমি হইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহিলেন। হে রাজা শুন যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করে না তুমি আপন গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যার গুণ অন্যে বর্ণনা করে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করণেতে কিছু ফল নাহি পরন্তু

লোকেরা নিলজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা এ সিংহাসন কাহার ও কিরূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন হে মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন॥

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্ত্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন তাহার অভিষেককালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রী ভর্ত্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র তুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এইরূপ পৃথিবী পালন করেণ। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেণ আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুণ। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এইরূপ বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দারিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্ত্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাহার দীর্ঘ কাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া

রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই জন্যে সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন প্রধান মন্ত্রী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি আমি রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দি তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম এ গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কি রূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রীও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যারও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন। রাজা ভর্ত্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরাজক হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল॥

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারণ রাজ-লক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এইরূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে সে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগণেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না॥

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরা-জক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপন-কার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এই রূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রি কালে অগ্নিবেতালের কারণ নানা প্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জন দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানা-প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া

সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এইরূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রি প্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন আপন মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে রাজকর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করাণ। এইরূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বশ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা জান। বেতাল কহিলেন

আমি যা মনে করি তাহা করিতে পারি এবং সকল জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার এক শত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে, সে ভাল নয় অতএব শতের উপরে এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শত হইতে এক বৎসর ন্যূন করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেবব্রাহ্মণপূজক তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে; ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পরে রাজা রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে থাকিলেন বেতাল আসিয়া ভোজন-সামগ্রী কিছু না দেখিয়া ও রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস্ নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আস আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেকপ্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান্ তোমার যুদ্ধ-পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ, তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে

স্মরণ করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পর দিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এইরূপ রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাচঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক শব সাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তর-সাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন তার পর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখান হইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বান্ধা আছে তাহা শীঘ্র আন এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানের পূর্ব্বদিকে ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন ও শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষ হইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া পূর্ব্বমত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি-বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম

দূর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণ-পুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে স্বর্ণ-পুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থে লেশও নাহি এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনার সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না। যেমত ক্ষার-সমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত-বমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্রমহৌষধিতে যেমত হয় তেমত নীতি-শাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজ-ধর্ম্ম। এইরূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গহস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবা মাত্রে স্বর্ণ-পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং

তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণ-পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন স্বর্ণ-পুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইয়া নানা প্রকার সুখ-বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে রাজা সম্পত্তি স্ত্রী হন তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহার তুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হন না এই নিমিত্তে সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন তুমিও সজ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড় অট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড় হয় না কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে সে বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন পৃথিবীমণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেবলোক পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকেরদের রাজা ইন্দ্র তাহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্যলোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমণি আমার তুল্য অতএব দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে

দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রমাণে পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভার মধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্‌যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ্ পণ্ডিতেরদের প্রধান করিলেন। রাজা সভাতে প্রত্যহ শত শত বেদজ্ঞ বেদান্তি মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পূরি বরাহ মিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি সকল পণ্ডিতবর্গ লইয়া নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। প্রথমা পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম-বলেতে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি-প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে কহা যায় না। এইরূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহা বুঝিলেন বিবেচনা করিলেন ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখযুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠান-

পুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণেরদিগকে সেনা-সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র সহস্র রথী অযুত অযুত গজারূঢ় লক্ষ লক্ষ অশ্বারূঢ় নিযুত নিযুত উষ্ট্রারূঢ় কোটী কোটী অশ্বারূঢ় অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ধানুষ্ক বৃন্দ বৃন্দ অগ্নিযন্ত্র খর্ব্ব খর্ব্ব খড়্গাচর্ম্মধারী শত শত কশা তূণ বাণ ধনু ঢাল তলোয়ার খড়্গ বর্ষা কাটার টাঙ্গী বন্দুক কামান নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র পূরিয়া চালানী করিলেন। ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাৎ রাউটি পাল বাণ নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়-ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল দম্ফ তাসা মুরলী ভেরী তূরী নফিরী রণশৃঙ্গ দেয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ-সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালিবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধ-স্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখযুদ্ধেতে শালি-বাহন রাজার অস্ত্রপ্রহারে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গেলেন। অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গেরদিগে আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে রাজা হইয়া তোমাদের প্রতিপালন করিবেক। অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রির-দিগকে সমর্পণ করিলেন আপনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া স্বর্গ-লোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখ ভোগ করিতে

লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজা পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না॥

প্রথমা পুত্তলিকার কথা।

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইতিমধ্যে আকাশবাণী হইল এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবীমণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহা-রাজ সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ॥

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব শুন এক দিবস রাজা অবন্তী পুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়া-ছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন। যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণকালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেই মত দেখি-তেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা হাজার হুন দেয়াইলেন রাজার নিকট হুন পাইয়াও তথা হইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না। তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত

কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হুন দেয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘর হইতে কদাচিৎ ও কোথায় বাহিরে যায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি মর্ত্ত্য পাতালে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া লক্ষ হুন দেয়াইলেন। তৎপরে যাচক কহিলেন হে রাজা নিবেদন করি যে রাজা গুণবান্ লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানুমতীর রূপগুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না যদি কদাচিৎ রাজা কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভা-মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজকর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজ-সভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে। রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি একক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকটে রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন কহিলেন চিত্র

কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম উরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল নাই এই মাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর উরুদেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারণ থাকিবে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। এই সকল মনের মধ্যে বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিঞ্চিৎ দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল শিকার করিতে বনে গেলেন বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন শূকর মারিবার কারণ পাছে পাছে গিয়া গহন বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন সৈন্য সামন্ত সকল কোথায় গেল রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুজিলেন অনন্তর এক পুষ্করিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের তলে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। : ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে

বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার প্রসাদেতে আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক। তোমার ভয় আমা হইতে কিছু নাহি। ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল তলে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে গেল। রাজপুত্র বিসেমিরা বিসেমিরা কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগরমধ্যে আপন স্থানে গেল রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরা বিসেমিরা বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি

সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেয়াইলেন।" মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন শারদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রির গৃহে আইলেন যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজপুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক কবিতা পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা সেমিরা করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গাসাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে নষ্ট হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা মিরা বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবৎ কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মি ছাড়িয়া রা রা বলিতে লাগিল পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ খণ্ডে। এই সকল শুনিয়া রাজপুত্র

সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘর হইতে কখন যাওনা বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহাদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কিরূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরুদেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যেমত ভানুমতীর উরুদেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপরে রাজা যবনিকা উঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিকে অনেক প্রশংসা করিলেন মন্ত্রী তুমি ধন্য তোমা হইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাজা অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে যাচঞা করিবে তারে দশহাজার হুন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও॥

ইতি প্রথমা কথা॥

দ্বিতীয়া পুত্তলিকার কথা ॥

শ্রীভোজরাজা অন্য একদিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন, বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন। অবন্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্যে রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান্ লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাই এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি তপস্যা কতকাল

করিতেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই বার মাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন। এই কালে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্না হইলা ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলেতে যার যেরূপ ভাবনা তার সেইরূপ সিদ্ধি হয় এই সন্ন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর হইতে দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন হে দেবী যদি আমারে তুষ্ট হইলা তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইতেছেন অতএব যোগিকে এই বর দেহ। দেবী সেই বর সন্ন্যাসীকে দিলেন৷ শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহাপুরুষত্ব

তোমাকে কহিলাম যদ্যপি এই সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও ॥

ইতি দ্বিতীয়া কথা ॥

তৃতীয়া পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবামাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাজ আমার কথা শুন এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিপ্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুন শুন রাজা ভোজ উদ্যম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবংভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথা যায় ইহা বুঝিতে পারা যায় না সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কিরূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অধম প্রভৃতিরদিগে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রজারদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারণ

অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপাসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর সমুদ্র দাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুণ কহিবা এক রত্নের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুণে যাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মণির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিণার কারণ ঐ চারি মণির মধ্যে এক মণি ব্রাহ্মণকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্র বধূ আছেন। তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাহা লও পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে সে মণি উত্তম। এইরূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন

রাজাধিরাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমারে কহিলাম এই রূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার॥

তৃতীয়া কথা সমাপ্তা॥

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা।

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট ভোজ রাজা গেলেন। এই সময়ে সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের তার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিপ্রকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুন শুন রাজা ভোজ অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সম্রাজ্য করেন সেই নগরে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দশাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসারূপ মীমাংসাশাস্ত্র ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জলরূপ ন্যায়বিস্তর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণ-শাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদিরূপ অর্থশাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থপ্রধান পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থপ্রধান এই সমুদায় অষ্টাদশ বিদ্যা ইহাতে(ও) পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশবিদ্যাতে বিদ্বান্ পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে কহিলেন হে স্বামী আমার গর্ভে

যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা গুরুশুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুণ্যব্যতিরেকে পুত্র হয় না। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎশাস্ত্রে অধ্যয়ন করাইলেন দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থভ্রমণ করিতে গেলেন দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে করিতে সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেবদত্তনামা ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ব উত্তম ফল সুশীতল জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে দেবদত্তব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থলোকের-দিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের

উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোন উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্র অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেষণ করিলেন দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে একদিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্তনামা ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছুই জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে আনাইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, বটে আমি দিয়াছি। রাজা বলিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথা পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন, আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কিরূপে মরিয়া-

ছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধে রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণেরদিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ হইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্য আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কিরূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের যেরূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলে এইরূপ উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে

এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজ এই রূপ উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই বুঝিয়া সে দিবস ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি চতুর্থী কথা॥

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যার ঔদার্য্য থাকে। রাজা কহি-লেন্ হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কিরূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তীনগরে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীড়াবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাতে যাইব তুমি মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। উদ্যানপালক কপালে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল তমাল শাল পিয়াল কদলী কঙ্কোল লবঙ্গ

এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ ও লতা নূতন পল্লব ও পুষ্প ফলেতে শোভিত হইয়াছে এই কাল বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণী গণেরদিগের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে প্রিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর সুরতিতে পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্পচয়ন করিতেছেন কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলীগৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যাহার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে বসন্তকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানাপ্রকার সাংসারিক সুখ-ভোগ করিতেছেন ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণ-শরীর রাজার বন-বিহার দর্শনে বিস্ময়-প্রাপ্তচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরিধানে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্গ শয়নে সুগন্ধি-দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচি কর্পূরাদি-মিশ্রিত তাম্বূল চর্ব্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য-কৌতুক করণে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ-সুখ হবে এই ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবৎ কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে

এইসকল সুখভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যৎ সুখ হওনের প্রমাণ কি। এইরূপ নাস্তিক-মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন। রাজা যোগিকে দেখিয়া বহুমানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কালাবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও। তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগির এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিতশাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক-সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পূরণ কর্ত্তব্য হয়। মনের মধ্যে এই বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগিকে দিলেন। এক শত নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক ধন দাস দাসী গো মহিষ হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিত হইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে

ভোজরাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজ রাজা সে দিবস ফিরিয় গেলেন॥

ইতি পঞ্চমী কথা।

ষষ্ঠী পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম-চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তীপুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব-দেশের আধিপত্য করেন রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্ব স্ব বর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে দৃষ্টি কদাচ করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্ম-শরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্ম-চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বণিক্ থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানে না যে যে সামগ্রী কোন নগরে নাহি সে ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে

উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকারে অনেক দান-ধর্ম্ম করিয়া তীর্থদর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরের চারিদিগে চারি ঘাট চন্দ্রকান্ত-মণিতে খচিত আছে ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুইজনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক্ আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কতকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দেয় তবে এই স্ত্রী-পুরুষের জীবন্ন্যাস হয়। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা-প্রসঙ্গে রাজার সমীপে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন গিয়া ধনদত্ত পূর্ব্বে যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাৎ দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎ কিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে জীবৎশরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর

সাক্ষাৎ আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবী যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী-পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উঠে এইরূপ স্ত্রী-পুরুষ দুই জন গাত্রোত্থান করিল দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী পুরুষ দুই জন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠী পুত্তলিকা কহিল মহা-রাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এইরূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজা এইরূপ পরোপকারকতা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া সে দিবস নিরস্ত হইলেন॥

ইতি ষষ্ঠী কথা॥

সপ্তমী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজা সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবামাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ যে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান সর্ব্বপ্রাণির উপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্বপ্রাণির উপকারকর্তা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম-চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন্ দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সেই দেশে ধনবান্ এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না পরে এক দিবস আকাশবাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করণীতে জল হয় নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশভার স্বুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব। অন্য অন্য দেশ হইতে যে যে লোকেরা আইসে তাহারা নিজ শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তীনগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা এ সকল কথা শুনিয়া

কৌতুক প্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন সন্ধ্যাকালে সরোবর-নিকটে প্রচ্ছন্নরূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতাসকল আমি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নরবলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্ট হুন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন ও কহিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবী যদি আমাতে তুষ্টা হইলা তবে সকল প্রাণির উপ-কারের জন্য এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহি-লেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জল-পূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী পুত্তলিকা কহি-লেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এইরূপ সর্ব্বপ্রাণির উপকারক এমত গুণ যদ্যপি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহা-সনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজ-রাজ এতাদৃশ সর্ব্বপ্রাণির হিতাচরণ আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।

ইতি সপ্তমী কথা॥

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা।

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভিষেকসামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে রাজা শুন অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ পুরে ত্রিপুরাকার নামে রাজপুরোহিত বাস করেন তাঁহার পুত্র কমলাকর নাম তিনি অত্যন্ত মূর্খ ত্রিপুরাকার আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন হে পুত্র শুন সংসারে জীব মনুষ্য-জন্ম অনেকপুণ্যের ফলে পায় জীব মনুষ্য-শরীর পাইয়া যদি বিদ্যোপার্জ্জন করেন তবে মনুষ্য-জন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারে মনুষ্যের ও পশুর অবিশেষ তবে পশু হইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইঁহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়। আর দেখ রাজত্ব হইতে পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধন হইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন আর ধনের চোর-অগ্নি-রাজাদিভীতি আছে বিদ্যাধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয় করিলে

ক্ষীণ হয় বিদ্যাধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যাধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষণ আছে সকল হইতে বিদ্যা বড় ভূষণ কেন না অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পায় জরাবস্থাতে শোভা পায় না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্যফল বিবেচনা করিয়া বুঝ। পুত্র না হওন হইয়া মরন বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া লোক নিরস্ত থাকে হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয় অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরণ ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে বদেশে প্রস্থান করিলেন অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয়নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে যে কেহ বিদেশীয় লোক

সে বাটীর মধ্যে যায় ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে এইরূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এসকল বৃত্তান্ত কহিলেন আর কহিলেন হে মহারাজ এপদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন সে কন্যা দেখাতে রাজার কিছু মাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তার-পর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্‌যুক্ত হইলেন তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানাপ্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন রাক্ষস নষ্ট হওয়াতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি আমাকে রাক্ষস হইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা অতএব আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যা তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাঁকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাধানীতে আইলেন। কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন। অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যেরূপ পরবাঞ্ছাপূরক তাহা শুনিলা যদ্যপি

এতাদৃশ পরবাঞ্ছাপূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন॥

ইতি অষ্টমী কথা॥

নবমী পুত্তলিকার কথা।

ভোজরাজ পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যাহার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। উহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা রাজ্য করেন ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগির এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগিকে আনিবার কারণ সভাসদ্ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না কহিলেন আমার রাজার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে যে নির্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃণপ্রায় জানে যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণসমান

জানে। যোগির এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোকে রাজার নিকট আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগির নিকটে আইলেন যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন। যে এ ফল খায় সে অজর অমর নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতোমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এসকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাই বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন॥

ইতি নবমী কথা॥

দশমী পুত্তলিকার কথা।

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসনসমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এসিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহি-

লেন রাজা বিক্রমাদিত্য কাদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যেরূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা কহি। এক দিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া চলিলেন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষের উপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষির পরিবারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্য-বসরে এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকর-ণের দুঃখের বৃত্তান্ত মনযোগ করিয়া শুন সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল। এই ভয়প্রযুক্ত সকল প্রজারা পরামর্শ করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজা-পালন রাজধর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমন উপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারণ প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন অবধি প্রত্যহ এক এক মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজারদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি আজি সেই দেশে চরণে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে

হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষির কথা শুনিয়া যোগ-পাদুকাতে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষণ করে সেই স্থানে পক্ষির মিত্র-পুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ মরণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহারের স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থানে আসিয়া উত্তম-পুরুষকে দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তম-পুরুষ তুমি বড় পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। আমার স্থানে তোমার যে অভিলাষিত থাকে তাহা যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি

রাক্ষসের প্রজা-লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারকতা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন॥

ইতি দশমী কথা॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎপুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসী লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্র-পুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে

বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন-লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর। এই লক্ষ্মীর গর্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এরূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্নব্যতিরেকেও হয় নারিকেলফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য-গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্তকপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে দিনে অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এইরূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষমূল গৃহ পত্র-ফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধনগর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এইরূপ নানাপ্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মলয়পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসননিকট উপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন্ দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকা-রোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরীর মধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে সৎপুরুষ তোমাকে সম্পূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা রাজার রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন-প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকলকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্যবিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভা-শুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না এবং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভচিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্মবলমাত্রে রাজ্য থাকে অতএব রাজ্যস্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারও ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থ তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থির প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বটে আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছেন

সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি-রসসিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর মন্ত্রজপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যাদেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যাদেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রক-শাস্ত্রোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতিলক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসসিদ্ধি হইবে। এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে মনে বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি-লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থে আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক-শিরোমণি আমি তোমার পরোপকারিতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা

কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তিরূপ নবরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন। রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন॥

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার বকাণ্ড-প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্য যেরূপ হিতকারী ছিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজবাহুবলপ্রতাপে যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ বরাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলীমুকুট-মণিমণ্ডিত-চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণাবাদ্যাদি স্বরে ভট্টবন্দারু প্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণচরণারবিন্দ ধ্যান নাম

স্মরণ করিয়া কৃতনিত্যসন্ধ্যা-বন্দনাদিরূপপ্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মাশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতিশাস্ত্রানুসারে রাজ্য-ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগি-দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্রজন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়্বিধরসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়-রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার পাচক সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত তাম্বূল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গপ্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্গোপরি কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক-শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণের সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরীযুবতি স্ত্রীগণ সহিত বাক্-চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্নে ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাণ্ডা-রাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্যক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গার-রসানুভব করিয়া অরুণোদয়কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাব-জ্জীবন প্রত্যহ এইরূপে কালযাপন করিতেন। ইতিমধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহি-

লেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মরণোত্তর কেহ কাহার নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতানিশ্চয়পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবৎ ধনভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজভাণ্ডার হইতে লইয়া যাউক। এই ঘোষণাতে নানাদেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যর ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এসিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন ॥

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথা ॥

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন-নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের

শৌর্য্যাদি কিরূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎকোটীশ্বর এক বণিক্ থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বণিক্ আপন মৃত্যুসময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণসমূহ একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্বলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়নস্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এইরূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎকালানন্তর বণিক্‌পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না। এইরূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বণিক্‌পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্যলোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্বনিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান-নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের

এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতাল হইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুইজন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারগৃহে থাকেন॰ তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান-নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্য-বর্গ এ ঘটচতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্যলোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকাপূরিত ঘট যাহার নামে ভূমিধন তাহার। অঙ্গারপূরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীষক লোহ রূপাষ্ট ধাতু দ্রব্য তাহার। অস্থিপূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ-চতুষ্পদ ধন॰ তুষপূরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগ পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্ব স্ব ভাগ লইয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিলেন। নাগপুত্র-কৃত নির্ণয় লোকপর-ম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ননিমিত্ত প্রতিষ্ঠাননগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটেঃ কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমা-

দিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনীসেনাপরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন শালবাহন-সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য-সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার যুদ্ধ করিলেন তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ-সৈন্যেরা ভঙ্গ হইলেন না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাস্থকির মন্ত্র জপ করিলেন বাস্থকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহন-প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয় এইরূপে-শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্মকরণার্জ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎ-সাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে

অবশ্য রক্ষা করিবেন রাজা এই ভাবনা করিতেছেন ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবনদানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনাসহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যান্য প্রভাবে অন্যান্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্বিষয়ে শিথিলাভিলাষ হইলেন॥

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমী কথা॥

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার এক দিব চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণে নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য-মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য-পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা

করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন্ কোন্ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান্। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজাপীড়ন স্বপ্নেতেও নাহি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মণহিংসা প্রজাকলহ নিরপরাধ-দণ্ড অসৎ-নিরূপণ পাপ-প্রবৃত্তি দেবপ্রতিমাভঙ্গ সাধু-জনমন-স্তাপ শাস্ত্রোক্তব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ রোহিণীশকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্র-ক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়নক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজা-লোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকলরাজ-লক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে

যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব-দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজ-রাজ ভগ্নাশ হইলেন ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতিতমী কথা ॥

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজরাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত হইল স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায়ঃ শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী-মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা-বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্যপ্রশংসা-প্রামাণ্য-প্রামাণ্য নিশ্চয় কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমা-

দিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গো-রূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গো স্বমৃত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে তথাডে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্ম্মুহুঃ হুম্বা রব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থা দুস্থা গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া বামহস্তে গোকে ধরিয়া সরোবরমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গোকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গোজীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গোকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গো পঙ্কপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এইরূপ সন্দেহে রাজা গোকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে

কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতা-প্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমরা দুই দেবতা মায়াতে এরূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এতদিনে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা করিলে হইবে। এইরূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন॥

ইতি পঞ্চবিংশতিতমী কথা॥

ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাঁহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী-মণ্ডলাবলোকনার্থে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধপ্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন। সৎপুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ স্বুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হয়ে দ্যূতকারের-

দের এইরূপ গতি• যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পরসেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষাবৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈববিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি-শিরোমণি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত-নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরীযুবতীস্ত্রীসম্ভোগ-নিন্দাবাক্যপ্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বরবিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকারমাত্রার্থ সুহৃজ্জান-ন্যায় হিতবাক্যে তোমার নিতান্ত অহিতবুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্য-দেহ ধারণে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা-সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়া করণে পুরুষ বৃথা আয়ুঃক্ষেপণ করে। রাজার • এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিল হে মহারাজ • যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও। রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমা হইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষ শুন সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার. মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ-গঙ্গাজল-পূরিত সুবর্ণকুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণকুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ

দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতা হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব-মন্দিরোপরিস্থিত স্বর্ণকলসস্থ জলাহরণ করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গ-হস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থে৷দ্যত হবামাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহণ করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেবপ্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজধানীতে আইলেন। ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এরূপ বুঝ তবে এই সিংহা-সনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন॥

ইতি ষড়্‌বিংশতিতমী কথা॥

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণ হইতে নিবারণ করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ

পূর্ব্বদেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমারদিগকে তদ্দেশীয় রাজ-লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবীবিলোকনার্থ বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজ-লোকেরদিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমারদের এ কোন্ ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদানজন্য সুখ কত দিন ভোগ করিয়া এ মহাপ্রাণিহিংসাজন্য পাপেতে অনেক কাল পর্য্যন্ত যে নরকভোগ করিয়া এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বরদান করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক্ যে নরবলি গ্রহণ্ করে। এইরূপে তদ্দেশীয় লোকের-দিগকে পবিত্র ভৎর্সন করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প-মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর্ এ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নরবলি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণ-ভয়কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল

হে মহাসাত্ত্বিক পরমধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। গৃহদাহকালে নানাদুঃখোপার্জ্জিত বিবিধপ্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণরক্ষার্থে তথা হইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলদেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোদ্যত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানোদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃণু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষসিদ্ধি হউক আর অদ্যপ্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন॥

ইতি সপ্তবিংশতিতমী কথা॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক-শাস্ত্র-তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ-মূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান-বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন-বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর-প্রান্তে গমন করিবে। এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্বদৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এ পদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ বিষণ্ণবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রকশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিতদক্ষিণচরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র

দেখিয়া শাস্ত্রার্থ-বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত-চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তার কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এইরূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যেরূপ কহিয়াছিলেন সেইরূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্যবিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণরূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাক-পদ-চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষণকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রকশাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃ

পুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্য দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসাররূপ কার্য্য দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎপ্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছেন। তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারণ করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ-সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন॥

ইত্যষ্টাবিংশতিতমী কথা॥

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশপুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন। এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশ হইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর। দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজ-নিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক শত শত স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানীকৃত হইয়া রাজসভা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভাবিন্যাসপরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা-বিচক্ষণ শত শত ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যাবিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত-বর্গবেষ্টিত শ্বেতচামরবীজিত বিবিধরত্ন-খচিত স্বর্ণ-রাজদণ্ড শ্বেতছত্রোপসেবিত এতৎসিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধানপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী

এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সারি বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রাণ পরজনরক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধস্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানাপ্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎ হইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থান হইতে আকাশপথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণপ্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকাপ্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতিমধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্নহস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল

ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব-লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন্ ধর্ম্ম অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয়বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্মসংস্থাপনই কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতাধর্ম্ম-রক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্যশরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্নসাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বৈধব্যধর্ম্মরক্ষা অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। বৈধব্যধর্ম্মস্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামিমরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহকালে অগ্নিসাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামিশরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা

করণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয় যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন। সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করেন তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারাপরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভা লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে

দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎকালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল তোমার স্ত্রী সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরম-ধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্টদোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেকক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝি-লাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতাব্যাঘাত-ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্টমহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজসাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি

ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন। রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্য-দেশরাজ-প্রেরিত নানাবিধ ধনসঞ্চয় শত শত হস্তি-ঘোটকাদি উপঢৌকন-সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ-রাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন॥

ইতি ঊনত্রিংশ কথা॥

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার অন্য একদিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎসিংহাসনোপবিষ্ঠ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যোপাখ্যান শুন অবন্তীপুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানিতেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করাণ অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন-ব্যাপার নিবারিত থাকে এইরূপে অনেককালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল। তদনন্তর শুভক্ষণ

করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ-প্রবেশ করিলেন। রাত্রিযোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদ হইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনরূপে তদ্রজনীযাপন করিলেন পরদিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনীযোগে প্রাসাদমধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদমধ্যে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণসকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন॥

ইতি ত্রিংশ কথা॥

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রমনৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

একদিবস প্রাণসত্ত্ব গ্রাম হইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্‌পুত্র অবন্তীনগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তীনগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নামভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র্য দশসহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজসাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশসহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধপ্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী

কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র্য যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণসকল এইরূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্য হইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধপ্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র্য পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরচ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিকপুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না. তোমাতে

থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন॥

ইত্যেকত্রিংশ কথা॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতদ্ভদ্রাসনে উপবেশন-শীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় বাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজালোকেরা শস্য মহার্ঘ-প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ-ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া অন্য অন্য রাজদেশ হইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূতপ্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডার হইতে

পাইবে। এইরূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি একমুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ও মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ণার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রত ভঙ্গ হয়। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্থান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপটসন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া

কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিদ্ধস্তকারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক নহেন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তরপ্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগনকুসুমপ্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃ স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্যবুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশ মাত্র।

শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এইরূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্য-গ্রহ কিরূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরচ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত-ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে। আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আকাশ-পতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশপতিত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্য-রূপ শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। এইরূপ যদি অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলে তবে যাবৎ অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণ-সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশকালকারণজাত

শুভাশুভকর্ম্মফল সুখদুঃখাত্মক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে যে বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থানে অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদ নদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেকভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্য তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্ত কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না তিনি সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলের দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটনপটুতরা অতএব তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ স্বরূপা অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর-শক্তিকার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর-শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন এবম্বিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদরনৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন॥

শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন। যেমন

মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাইবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্ট মোদকাদি দিব এইরূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শাইয়া বায়ায়াসসাধ্য কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবর্ত্তান। যেমন রোগ নিবৃত্তির ফল সুস্থতা তেমন কামাদি নিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যা-ফলক। অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্যশ্রবণ-মহৌষধি-পানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা-পিশাচী পলায়ন করিলেন। চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন। ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা-প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যাহাতে থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। তুমি আমার-দের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত

স্থাবর ভাব হইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাব প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজ-রাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন॥

ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকোপাখ্যান

সমাপ্ত হইল।

বঙ্গবাসীর পুস্তক-বিভাগ

সর্ব্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অথবা কলিকাতা বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়ে ৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহ ক্রয় করিবার জন্য যখন কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিবেন, পত্রে বা মণিঅর্ডার কুপনে তখন স্পষ্ট যেন লেখা থাকে—আমাকে বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠাইবেন।

বেদব্যাস-বিরচিতং

মহাভারতম্।

(নীলকণ্ঠকৃতটীকয়া সমেতম্।)

উপরে মূল, নীচে টীকা। এই মূল সংস্কৃত সটীক মহাভারত এক বিরাট্ ব্যাপার। মহাভারত যেরূপ মহাগ্রন্থ, নীলকণ্ঠকৃত টীকাও সেইরূপ মহাটীকা। বোম্বাই হইতে প্রথমে যখন সটীক মূল মহাভারত বিক্রয় হইত, তাহার মূল্য সর্ব্বরকমে ৫১৲ টাকা পড়িয়াছিল। সেই মহাভারতের সহিত আরও চারিখানি পুঁথি ও গ্রন্থ মিলাইয়া এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্তু স্থানে স্থানে পাঠান্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ সটীক

মূল মহাভারত এই প্রথম। অথচ, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য, এই প্রকাণ্ড (দুই খণ্ড) গ্রন্থ অল্পদিন মাত্র ৬ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ডাঃ মাঃ ১৵০ আঠার আনা।

বর্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ

মহাভারত।

বর্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ মহাভারত, প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত। অন্য মহাভারতে যাহা নাই, এমন কথাও ইহাতে আছে। এই অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য আপাতত ৩৷০ তিন টাকা আট আনা। ডাকমাশুল ১৵০ আঠার আনা।

বর্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ

হরিবংশ।

বেদব্যাস-বিরচিত হরিবংশ, অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের পরিশিষ্টস্বরূপ। হরিবংশ পাঠ ব্যতীত, মহাভারত-পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই হরিবংশের বর্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ এক অনুপম সামগ্রী। মূল্য আপাতত ১৵০ এক টাকা এক আনা। ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

শ্রীমন্মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতং

রামায়ণম্।

উপরে মূল সংস্কৃত এবং নিম্নে বঙ্গানুবাদ। প্রত্যেক শ্লোকের সহিত অনুবাদ মিলযুক্ত। মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ এরূপ সরল এরূপ মনোমোহকর যে, অল্পাভিজ্ঞ

ব্যক্তিরও ইহার অর্থবোধ করিতে কষ্ট হয় না। প্রকাণ্ড গ্রন্থ, সুন্দর আকার; মূল্য ৩ তিন টাকা, ডাকমাশুল ॥৵০ দশ আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ। অধ্যাত্ম-রামায়ণ ভক্ত-ভাবুকের প্রাণ-মন-উন্মাদকারী। ইহার স্তবাদি পাঠকালে ভক্ত চোখের জল রাখিতে পারিবেন না। ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্ব দেখিবেন, অনেক নূতন কথা শুনিবেন। মূল্য ।০ চারি আনা, ডাঃ মাঃ ৴০ এক আনা।

মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিতম্

অদ্ভুত-রামায়ণম্।

মূল এবং বঙ্গানুবাদ। অদ্ভুত-রামায়ণ মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত। অদ্ভুত-রামায়ণ—প্রকৃতই ভয়-বিস্ময়াবহ অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত। অধিকন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব—সকল সম্প্রদায়েরই ইহা সমান প্রিয়। এই রামায়ণ অদ্ভুত রসময়; ইহার হাস্যরস অদ্ভুত। ইহার করুণরস অদ্ভুত। ইহার বীর রৌদ্র বীভৎস শান্ত সকল রকম রসই অদ্ভুত। অসীতারূপিণী সীতার হস্তে সহস্রস্কন্ধ রাবণের নিধনবর্ণনা পাঠ কর, বীর-রৌদ্র-রসে শোণিতপ্রবাহে তরল অনল-তরঙ্গ ছুটিবে। কত পরিচয় দিব। মূল্য ॥০ আট আনা: ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

তুলসীদাসী রামায়ণ।

তুলসীদাস সাধক ও ভক্ত কবি, এবং তাঁহার কাব্য হিন্দি রামায়ণ ভক্তপ্রাণের পূর্ণছবি। এমন ভাবময়, এমন সুমধুর, এমন ভক্তিময়, এমন ষড়্‌রসময়, গ্রন্থ এবিশ্বে আর কোন ভাষায় নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষায় পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের অনুবাদ আছে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। এক্ষণে সুন্দর সুললিত ভাষা ভাব ছন্দে তুলসী-দাসী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ হইয়াছে। মূল্য—উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ৸৹ বার আনা, কাগজের মলাট গার্হস্থ্য সংস্করণ ৷৶৹ দশ আনা। ডাক মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

প্রত্যেক শ্লোকের সহিত মিলযুক্ত বঙ্গানুবাদ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ—একখানি মহাপুরাণ। মহাপুরাণের সর্ব্বলক্ষণ ইহাতে দেদীপ্যমান। হিন্দু মাত্রেরই সমাদরের সামগ্রী। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা। ডাক মাশুল।৹ চারি আনা।

মহর্ষি-বেদব্যাস-বিরচিত

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

বঙ্গানুবাদ। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাও এক মহাপুরাণ। বাইশ হাজারেরও অধিক শ্লোকে এ গ্রন্থ পূর্ণ। অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং কৌতূহল-প্রদ। চারি খণ্ডে এই গ্রন্থ বিভক্ত; কিন্তু উহার এক একটী

খণ্ডই যেন এক একটী মহাপুরাণ। ১ম, ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে; উহা পাঠে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব জানা যায়, দেবদ্বেষ বিদূরিত হয়। বৈষ্ণবসারতত্ত্ব ঐ খণ্ডে বিশদীকৃত। ২য়, প্রকৃতিখণ্ডে দেবদেবীসৃষ্টি, দুর্গা সরস্বতী গঙ্গা প্রভৃতির ইতিহাস ও উপাখ্যান আছে। বেদোক্ত শক্তি-উপাসনা,—শ্রীরাধা-উপাসনা ইহাতে সন্নিবেশিত। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই ইহা ধর্ম্মগ্রন্থ। ৩য়, গণেশখণ্ডে গণেশ কার্ত্তিক পরশুরাম প্রভৃতির অপূর্ব্ব তত্ত্ব-কথা বিবৃত। নূতন কথা অনেক শিখিতে পারা যায়। ৪র্থ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড, এই বৃহৎ খণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উত্তমাঙ্গ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বস্ত্রহরণ, মাথুর, শ্রীরাধার পুনর্ম্মিলন এই সকল তত্ত্বকথা এই খণ্ডে বর্ণিত। মূল্য সুন্দর বিলাতী বাঁধাই ১৶০ এক টাকা তিন আনা, কাগজে বাঁধাই ৸৶০ পনর আনা; ডাক মাশুল ।৶০ ছয় আনা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(বেদব্যাস-বিরচিতম্, দ্বাদশস্কন্ধাত্মকম্।)

বঙ্গাক্ষরে শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত সম্পূর্ণ মূল শ্রীমদ্ভাগবত, এক অপূর্ব্ব বৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য বিলাতী বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আট আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

সরল গদ্য বঙ্গানুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টাদশ পুরাণের একখানি প্রধান পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দর্শন, কাব্য,

উপাখ্যান—একাধারে উহাতে বিরাজমান। অথচ যদি মুক্তি-লাভেচ্ছু হও, শ্রীমদ্ভাগবত পড়; যদি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতির প্রকৃততত্ত্ব জানিতে চাও, শ্রীমদ্ভাগবত পড়। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৷৷০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৷৷৵০ পনর আনা, ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

কূর্ম্ম-পুরাণম্।

মূল সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ একত্র বাঁধাই। বেদব্যাস-বিরচিত এই কূর্ম্মপুরাণ একখানি উৎকৃষ্ট মহাপুরাণ। দুই ভাগে ৯৮টী অধ্যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ,অবতার-বিবরণ, তীর্থমাহাত্ম্য-কথন প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণ পূর্ণ। মহাভারতীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় শাস্ত্রসার—ঈশ্বরগীতা এই কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত। যোগশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশের জন্য ইহা বিখ্যাত। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৷৷৴০ চৌদ্দ আনা; উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ১৴০ এক টাকা এক আনা। ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

লিঙ্গপুরাণ।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণমধ্যে লিঙ্গপুরাণ অন্য-তম। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কৃত সরল বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, যোগসাধনা সম্বন্ধে নানা কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি, অলক্ষ্মীবৃত্তান্ত এবং লক্ষ্মীলাভের উপায় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বে পূর্ণ। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৷৷০ বার আনা; উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৷৷৴০ চৌদ্দ আনা। ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা।

পদ্মপুরাণম্—পাতালখণ্ডম্।

মূল সংস্কৃত এবং সরল বঙ্গানুবাদ। মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত এই পদ্মপুরাণ এক অপূর্ব্ব বৃহৎ পুরাণ, পঞ্চান্ন হাজার শ্লোকপূর্ণ। পাতালখণ্ডে এগার হাজার মনোহর শ্লোকে বহু শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থ শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলেরই সমাদরের সামগ্রী। থিয়েটার এবং যাত্রার পালা তৈয়ারীর উপকরণ এই গ্রন্থে পাইবেন। মূল্য ১৴৹ এক টাকা এক আনা; ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

দেবী-ভাগবতম্।

মূল সংস্কৃত দেবীভাগবত বেদব্যাস-বিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণ-মধ্যে গণনীয়। ইহাতে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত, ৮ হাজার শ্লোকপূর্ণ। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া দেবী-ভাগবতকে উপপুরাণ বলেন; কেহ বা দেবী-ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণ বলেন। এ বিষয়ে মতভেদ বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। ফল কথা, মহাপুরাণের যে যে লক্ষণ থাকা আবশ্যক, দেবীভাগবতে তাহার সমস্তই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বৈষ্ণবের পূজিত, দেবী-ভাগবত তদ্রূপ শাক্তের পূজিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দেবী-ভাগবতে দ্বাদশটী স্কন্ধ আছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ডাক মাশুল ৵ পাঁচ আনা।

পঞ্চদশী।

সটীক এবং বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ। মূল—শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত। টীকা—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরচিত।

বঙ্গানুবাদ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বেদান্তশাস্ত্র, শাস্ত্রসাগরের অমৃতভাণ্ড: পঞ্চদশী সেই বেদান্তের অত্যুৎকৃষ্ট প্রকরণ। যিনি বেদান্তের সমগ্র অর্থকথা সংক্ষেপে জানিয়া পবিত্র হইতে চাহেন, পঞ্চদশীই তাঁহার একমাত্র পাঠ্য। মূল্য—কাগজে বাঁধাই ৸৵০ চৌদ্দ আনা, বিলাতী বাঁধাই ১৵০ এক টাকা এক আনা। ডাঃ মাঃ ।৵০ পাঁচ আনা।

সাংখ্য-দর্শন।

সাংখ্যদর্শনের নাম সভাজগতে সুপ্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্রের টীকা, ভট্টপল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কৃত 'পূর্ণিমা' নাম্নী সংস্কৃত দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং মূলের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা একত্র করিয়া এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুত। সংখ্যদর্শনের উপরেই আমাদের পূজা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্যমত লইয়াই ভুত-শুদ্ধি ও পীঠ-পূজা। এই সাংখ্যমত যাঁহাদিগের অপরিজ্ঞাত, হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় ভাববোধ,—তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্ম, পাণ্ডিত্য এবং গৌরব যে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, সে শাস্ত্র জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? মূল্য কাঁগজে বাঁধাই ৸০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৸৶০ পনের আনা; ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

ব্রতমালা-বিধান

এই গ্রন্থে বিবিধ ব্রত-বিবরণ সংগৃহীত আছে। আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রতসমূহ ত আছেই, তদ্ভিন্ন দেশান্তরপ্রচলিত ব্রতও সন্নিবেশিত আছে। ব্রত-কথার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় বুঝান আছে। কোন্ ব্রত কিরূপে করিতে হয়, ব্রতের মন্ত্রাদি যেটী যেরূপে পাঠ করিতে হয়, এই গ্রন্থে আছে। হিন্দুর গৃহে এই ব্রতমালার সমাদর হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৸৶০ পনের আনা। ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা।

মনুসংহিতা।

মূল, কুল্লুকভট্টকৃত টীকা এবং বিশদ বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। মনুসংহিতা হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি, রাজা, প্রজা, গৃহী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই ইহাতে জানিতে পারা যায়। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৷৶০ এগার আনা; বিলাতী বাঁধাই ৸৵০ চৌদ্দ আনা। ডাকমাশুল ।০ চারি আনা

ঊনবিংশ-সংহিতা।

মূল, এবং তন্নিম্নে বিশদ বঙ্গানুবাদ। অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ঊনবিংশ স্মৃতিকর্ত্তার মূল-গ্রন্থ ঊনবিংশ-সংহিতা নামে আখ্যাত। একাধারে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। যিনি পাঠ করিবেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইবেন। মূল্য কাগজে বাঁধাই ৸০ বার আনা। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই ৸৶০ পনের আনা। ডাঃমাঃ ।/০ পাঁচ আনা।

উদ্বাহ-তত্ত্বম্।

মূল, স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-বিরচিত। টীকা, কাশীরাম বাচস্পতিকৃত। বঙ্গানুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত। বিবাহই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মূল। বিবাহ কাহাকে কহে, বিবাহ কয় প্রকার, কেমন বিবাহে সুসন্তান হয়, কিরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়, কোন্ সময় বিবাহ কর্ত্তব্য— ইত্যাদি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া উদ্বাহতত্ত্বে বর্ণিত। হিন্দু জাতির এই দারুণ অধঃপতনের দিনে প্রত্যেক হিন্দুরই উদ্বাহ-তত্ত্ব পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য ।৵০ সাত আনা। ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

কাশীখণ্ড।

বঙ্গানুবাদ। মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। মহাদেবের সমগ্র তত্ত্ব এবং ৺কাশীধামের সমগ্র বিবরণ ইহাতে বিবৃত। দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার ও উপাখ্যানের মাধুর্য্য একাধারে কাশীখণ্ডে দেখিতে পাইবেন॥ মূল্য ৸০ বার আনা, ডাক-মাশুল ।০ চারি আনা।

হিন্দুর তীর্থ।

ভারতবর্ষে হিন্দুর যত তীর্থস্থান আছে প্রত্যেক তীর্থের বিশেষ বিবরণ, স্থান-নির্দ্দেশ, তীর্থমাহাত্ম্য, পথ-নির্দ্দেশ ও ব্যয়াদির বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রায় তিন শত তীর্থের বিবরণ ইহাতে আছে। মূল্য ।০ চারি আনা; ডাকমাশুল /০ এক আনা।

স্তবমালা।

দেব-দেবীর প্রায় সহস্রাধিক স্তব ইহাতে প্রকাশিত। স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু মাত্রেরই আদরের সামগ্রী। মূল্য।০ চারি আনা; ডাকমাশুল ৴০ এক আনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বৈষ্ণব-সেবক কোন গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বহু যত্ন বহু শ্রম স্বীকারে বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, মিলাইয়া এই সংস্করণ প্রকাশিত। দুর্ব্বোধ্য পদ্যের অর্থ-বোধে সুগমতা সম্পাদন এবং আবশ্যক মত পাঠান্তর সংযোজন হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ ৸০ বার আনা· ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এই তিনখানি শ্রীচৈতন্যের লীলা ও জীবনীবিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই তিনখানির মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কাব্যাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য ॥৴০ দশ আনা; ডাকমাশুল ।০ চারি আনা

জগৎমঙ্গল ও শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা।

জগৎমঙ্গল মহাভারতকারক ৺কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস কর্ত্তৃক ২৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত। এই গ্রন্থে শ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিবরণ বর্ণিত। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়—রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মিলন

বর্ণিত। কবিত্বের আধার—হাস্যরসোদ্দীক। মূল্য উভয় গ্রন্থের ॥৵০ দশ আনা। ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যের অনুচর মাধবাচার্য্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। কৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের দান ও নৌকাখণ্ড অবলম্বনে লীলা বর্ণিত। এখনও মৃদঙ্গ-মন্দিরাযোগে এই মহাকাব্য স্থানে স্থানে গীত হইয়া থাকে। মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীভক্তি-রত্নাবলী।

(সংস্কৃত মূল ও টীকাসহ।)

মিথিলার ভক্ত কবি শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী কর্ত্তৃক প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই রত্নমালা গ্রথিত। কথিত আছে, পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের গলদেশস্থ রত্নমালা ছিন্ন হইলে, দেবতার স্বপ্নাদেশে কবি বিষ্ণুপুরীর এই কাব্য-রত্নমালা সেই অভাব মোচন করিয়াছিল। এই অমূল্য গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এ রত্নের শোভা ভক্ত ভাবুক সকলেই সন্দর্শন করুন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা; ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

শিবায়ন।

দেবাদিদেব মহাদেবচরিত সবিস্তারে বর্ণিত। মহাপুরাণের বিবিধতত্ত্ব—ষড়্‌দর্শনের বিবিধতত্ত্ব এই গ্রন্থে বিশদীকৃত। শিবায়নে সতী-ধর্ম্মের পরিচয়,—বিবিধ ব্রতের বিবরণ হিন্দুকুল লক্ষ্মীর পতিভক্তি জাগাইয়া তুলে। আজও সহস্র সহস্র ভিক্ষুক ডম্বরু বাদ্য সহকারে এই শিবায়নেরই অন্তর্গত দুর্গার শাঁখাপরা গান করিয়া ভিক্ষার্জ্জন করে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বের সমাজচিত্র শিবায়নে দেখিবেন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

সঙ্গীত-তরঙ্গ।

এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ কিছু কম এক শত বৎসর পূর্ব্বে ৺রাধামোহন সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা একখানি সুসম্পূর্ণ সঙ্গীত-বিজ্ঞান। সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইতে হইলে যাহা যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক, এই গ্রন্থে তৎসমস্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। গ্রন্থের কবিত্ব-মাধুর্য্যও অনুপম। প্রত্যেক গানেই নূতন ভাব—নূতন কবিত্ব—নূতন মাধুর্য্য। মূল্য বিলাতী বাঁধাই ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ।০ চারি আনা।

শ্রীকবিকঙ্কণচণ্ডী।

বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণের কি পরিচয় দিতে হয়! যাত্রায়—থিয়েটারে—চণ্ডীর গানে—যাঁহার কাব্য লইয়া নানাবিধ পালার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই চণ্ডীকাব্যের

নূতন পরিচয় আর কি দিব? মূল্য উত্তম বাঁধাই ॥৵০ দশ আনা, ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

মহাকবি ঘনরাম প্রণীত। আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বে বিরচিত। চব্বিশটী পালা বা সর্গে এই মহাকাব্য বিভক্ত। ধর্ম্মের জয়—অধর্ম্মের ক্ষয়, ইহার মূল সূত্র। মূল্য ॥৵০ দশ আনা, ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

কৌতুক-বিলাস।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দ্বিজ বিরচিত। নদীয়া-নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভাঁড় মহাশয়ের নানাবিধ কৌতুক-সংগ্রহ। ইহা ব্যতীত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ও রাজ্যে যে সকল কৌতুককর গল্প হইত, তাহাও এ গ্রন্থে আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যলীলাদি বহুতর কথা আছে। কৌতুক-বিলাস গ্রন্থ মুখরোচক এবং শিক্ষাপ্রদ। মূল্য ৵০ দুই আনা, ডাকমাশুল /০ এক আনা।

পুরুষ-পরীক্ষা।

একশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিরচিত। পুরুষ-পরীক্ষা শিক্ষাপ্রদ, মুখরোচক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এই গ্রন্থে ৫২টা গল্প আছে। এক একটী গল্প এক

একখণ্ড হীরকতুল্য; যেন ৫২টী উৎকৃষ্ট হীরকের এক অপূর্ব্ব মালা। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৵ তিন আনা।

প্রবোধচন্দ্রিকা।

পণ্ডিত ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিরচিত। রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার ছলে এই গ্রন্থে সংসারের সর্ব্বকথা—সকল সার কথা সন্নিবেশিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সমস্তই ইহাতে আছে। সর্ব্বশাস্ত্রের—সর্ব্ব উপাখ্যানের তিল তিল সংগ্রহ করিয়া এই তিলোত্তমারূপিণী "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" একশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র। ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

দাশুরায়ের পাঁচালী।

৺দাশরথি রায় বিরচিত ষাটটী পালায় সম্পূর্ণ

অর্থাৎ ৬০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে কিছু কম

আড়াই হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বহু হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া পাঠ সংশোধিত।

অতীব বৃহৎ গ্রন্থ। দাশরথি রায়ের ষাটটী পালা-অর্থাৎ ষাটখানি গ্রন্থের নাম শুনুন,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পালা।

(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। (২) নন্দোৎসব। (৩) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১ম (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ২য়। (৫) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালিয়দমন ৩য়। (৬) ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ। (৭) কৃষ্ণকালীবর্ণন। (৮) শ্রীরাধিকার দর্প-চূর্ণ। (৯) গোপীদিগের বস্ত্রহরণ। (১০) নবনারীকুঞ্জর। (১১)

কলঙ্কভঞ্জন ও নবনারীকুঞ্জর। (১২) শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন ২য়। (১৩) মানভঞ্জন। (১৪) শ্রীশ্রীরাধিকার মান-ভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন। (১৫) অক্রূর সংবাদ ১ম। (১৬) অক্রূর সংবাদ ২য়। (১৭) মাথুর। (১৮) শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা। (১৯) দূতীসংবাদ। (২০) নন্দবিদায়। (২১) উদ্ধবসংবাদ। (২২) রুক্মিণী-হরণ। (২৩) সত্যভামার ব্রত। (২৪) সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ। (২৫) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। (২৬) দুর্ব্বাসার পারণ। (২৭) শ্রীশ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহানন্তর কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলন। (২৮) শ্রীশ্রীবামনদেবের ভিক্ষা। (২৯)বলিরাজার নিকটে বামন-দেবের ভিক্ষা। (৩০) প্রহ্লাদচরিত্র।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক পালা।

[৩১] শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ। [৩২] শ্রীরামের বনে গমন ও সীতাহরণ। [৩৩] সীতা-অন্বেষণ। [৩৪] তরণীসেন বধ। [৩৫] মায়া-সীতা বধ। ৩৬] লক্ষ্মণের শক্তিশেল। [৩৭] মহীরাবণ-বধ। [৩৮] রাবণ বধ। [৩৯] শ্রীরাম-চন্দ্রের দেশাগমন। [৪০] লবকুশের যুদ্ধ।

শ্রীশ্রীশক্তি-শিব-বিষয়ক পালা।

[৪১] দক্ষযজ্ঞ। [৪২] ভগবতী ও গঙ্গার কোন্দল। [৪৩] শিব-বিবাহ। [৪৪] আগমনী ১ম। [৪৫] আগমনী ২য়। [৪৬] কাশীখণ্ড অর্থাৎ হরগৌরীর গিরিপুরে গমন। [৪৭] ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়ন। [৪৮] মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। [৪৯] মহিষাসুরের যুদ্ধ। [৫০] কমলে কামিনী।

সমাজ-বিষয়ক পালা।

[৫১] শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব। [৫২] বিধবা-বিবাহ।

[৫৩] বসন্ত আগমনে বিরহিণীদিগের খেদ। [৫৪] বিরহ ১ম। [৫৫] কলিরাজার উপাখ্যান ও চারি ইয়ারী। [৫৬] নবীনচাঁদ ও সোণামণি—স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব। [৫৭] নলিনী-ভ্রমরোক্তি। [৫৮] বিরহ ২য়। [৫৯] নলিনীভ্রমরের বিরহ। [৬০] ব্যাঙের বিরহ এবং বিবিধ সঙ্গীত।

এই গ্রন্থের কলেবর যেরূপ বৃহৎ, বিলাতী বাঁধাই যেরূপ উৎকৃষ্ট, তাহাতে আট টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেও তাহা স্থলভ মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের নাম-মাত্র মূল্য ২।/০ দুই টাকা পাঁচ আনা মাত্র লইয়া সর্ব্বসাধা-রণকে প্রদান করিব। ডাঃ মাঃ ।।৵০ দশ আনা।

যাঁহারা এই পাঁচালী খরিদ করিবেন তাঁহারা যেন বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, দাশুরায়ের "বৃহৎ পাঁচালী" এই কথা বলিয়া পত্র লেখেন।

হাতেমতাই।

মুসলমানী উপন্যাস। সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। এমন রসভাবময় শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস অতি বিরল। এই গ্রন্থে মুসলমানস্ত্রীচরিত্র পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। যদি মর্ত্ত্যে দেবতা ও সাধু দেখিতে চাহেন হাতেম-চরিত্র দর্শন করুন। মূল্য ।৵০ ছয় আনা; ডাক মাশুল ।০ চারি আনা।

বঙ্গভাষার লেখক।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা বঙ্গ-ভাষায় গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধন করিয়া-ছেন, তাঁহাদের জীবন-চরিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শুধু জীবনী নহে, সমালোচনা এবং মধ্যে মধ্যে গ্রন্থ হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উদ্ধার, এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাকমাশুল।৵০ ছয় আনা।

---

৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা।

সন ১২৫১ সাল (ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে সন ১৩১১ সাল (ইংরাজী ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত এই একষষ্টি বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা দুই খণ্ডে সুন্দর বিলাতী বাঁধাই। লক্ষ শ্লোকপূর্ণ নীলকণ্ঠের টীকাসহ মহাভারতের অপেক্ষাও অকারে বৃহৎ বলিয়া বোধ হইবে। এই পুরাতন পঞ্জিকার যে কত প্রয়োজন—বিষয়ী পণ্ডিত হাকিম উকীল ধনবান্ দরিদ্র রাজাধিরাজ হইতে ক্ষুদ্র দোকানদার পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া, আসিতেছেন। বিষয়ী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই পুরাতন পঞ্জিকার সাহায্যে যে কত লাভবান্ হইতে পারেন, তাহা কত বলিব? রাজসংস্করণ মোটা কাগজে মূল্য ৩॥০ তিন টাকা আট আনা, ডাকমাশুল ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

হরিদাস সাধু।

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই উপাখ্যান। যিনি আপনার প্রতাপবলে মুসলমানকে এবং খৃষ্টানকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন—বড় বড় ইংরেজ যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ ছিলেন, এ গ্রন্থ

তাঁহারই ইতিবৃত্ত। মূল্য, বিলাতী বাঁধাই ।৵০ সাত আনা। ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

আলালের ঘরের দুলাল।

৺টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রথম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঔপন্যাসিক-কুলচূড়ামণি বঙ্কিম বাবু বলেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চে। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের এক জন প্রধান সংস্কারক। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে।" মূল্য বিলাতী বাঁধাই ।৷০ আট আনা ডাঃমাঃ ৵০ তিন আনা।

মডেল ভগিনী।

মডেল ভগিনী সামাজিক উপন্যাস। মডেল ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রের সুবিমল সুধা,—অগ্নির জ্বলন্ত উত্তাপ,—সূর্য্যের প্রখর কিরণ,—বসন্তের মলয়-সমীরণ,—ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী,—নরেন্দ্রের মিসেস পাঁচী—এ সমস্তই আছে—স্ত্রী-পুরুষ যুবক-যুবতী বালক-বালিকা মডেল ভগিনী পাঠে পরম জ্ঞান লাভ করুন,—দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন। বেদান্ত-দর্শনের সারকথা—শাস্ত্রীয় নানা উপদেশ কথা—এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত, প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উত্তম বাঁধাই সুলভ মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাঃমাঃ ।৵০ ছয় আনা।

চিনিবাস-চরিতামৃত।

চিনিবাস চ'খের জল বুকের রক্ত। এই উপন্যাস হাস্যরস-প্রধান বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত। কিন্তু সেই মহা হাসির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় করুণরসের তীব্র তরঙ্গ ছুটিয়াছে। হাসির বিদ্যুৎ দেখিয়াছ?—হাসির বজ্রাঘাত দেখিয়াছ?—যদি না দেখিয়া থাক, তবে চিনিবাস-চরিতামৃত উপন্যাসে দিব্য চক্ষে তাহা সন্দর্শন কর। বিলাতী বাঁধাই মূল্য ॥৵০ দশ আনা। ডাঃমাঃ।০ চারি আনা।

বাঙ্গালী-চরিত।

বাঙ্গালাদেশের প্রকৃত ছবি, বাঙ্গালা-নবীসের ছবি—সেকালের ছবি,—একালের ছবি,—সাধুর ছবি,—সতীর ছবি,—অসতীর ছবি, দেখিতে পাইবেন। এ ছবি তুলি দিয়া আঁকা নয়, ভাষায় অঙ্কিত। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগ একত্র। বিলাতি বাঁধাই মূল্য ৸০ বার আনা, ডাকমাশুল।০ চারি আনা।

নেড়া হরিদাস।

অপূর্ব্ব উপন্যাস। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, কালাচাঁদ, মডেল-ভগিনী, চিনিবাস-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কর্ত্তৃক বির-চিত। নেড়া-হরিদাস উপন্যাস বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রীমদ্‌ভাগত, —পাষণ্ডদলনের নিমিত্ত এবং জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রকা-শিত। অধর্ম্ম-পাপাগ্নিতে যে সকল পতঙ্গ পড়িয়া দগ্ধ হই-তেছে—সেই পতঙ্গকুলকে দিন থাকিতে সতর্ক করাই এই

নৈড়া হরিদাস-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বিলাতী বাঁধাই মূল্য ৷৶৹ দশ আনা। ডাঃমাঃ ।৹ চারি আনা।

করোনেশন্ আলবম্।

অর্থাৎ ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার নানা বয়সের নানা রকমের মূর্ত্তিসংযুক্ত একখানি বৃহৎ আকারের আলবম্ গ্রন্থ। সর্ব্বরকমে ছোট বড় চল্লিশখানি চিত্র সন্নিবেশিত। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা, ডাঃমাঃ ৶৹ তিন আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত পুস্তকনিচয় ৩৮। ২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় কলিকাতা অথবা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকসমূহের মূল্যাদির সূচিপত্র।

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাশুল।
(১) বর্দ্ধমান রাজবাটীর গদ্য বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ মহাভারত	৩৷৹	১৵৹
(২) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ) উপরে মূল, নিম্নে শ্রীধর স্বামীর টীকা		৷৹
(৩) পদ্মপুরাণম্ (পাতালখণ্ডম্) উপরে মূল, নিম্নে বঙ্গানুবাদ	১৲৹	।৶৹
(৪) ব্রতমালা-বিধান	৸৶৹	।৴৹
(৫) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত	৸৹	।৹

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাশুল
(৬) জগৎমঙ্গল এবং চমৎকার-চন্দ্রিকা		
(দুইখানি গ্রন্থ একত্রে)	॥৵০	।০
(৭) করনেশন্ আলবম্	।৵০	৴০
(৮) সাংখ্য দর্শন		
(সটীক ও সব্যাখ্যা)	৸৶০	।/০
(৯) দশকুমার চরিত (বঙ্গানুবাদ)	।০	৴০
(১০) মনুসংহিতা		
(মূল, টীকা এবং বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	।০
(১১) ঊনবিংশ সংহিতা (মূল এবং বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	।৴০
(১২) শ্রীমদ্‌ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	৸৶০	।৶০
(১৩) লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৵০	।০
(১৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	১৶০	।৵০
(১৫) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।	৸০	।০
(১৬) শিবায়ন	।৵০	৴০
(১৭) আলালের ঘরের দুলাল (উপন্যাস)	॥০	৶০
(১৮) কঙ্কাবতী (উপন্যাস)	॥/০	৶০
(১৯) হরিদাস সাধু	।৶০	৶০
(২০) সঙ্গীত-তরঙ্গ	১৲	৶০
(২১) দাশরথি রায়ের পাঁচালী		
(বাট্‌ পালা সম্পূর্ণ)	২।/০	॥৵০
(২২) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল	॥৵০	।০
(২৩) শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডী	॥৵০	।০
(২৪) বাঙ্গালী-চরিত	৸০	।০

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাসুল।
(২৫) বেদব্যাস-বিরচিতং মহাভারতম্		
(মূল-সংস্কৃতম্ নীলকণ্ঠকৃতটীকয়া সমবেতম্	৬৲	১৶০
(২৬) বাল্মীকি-বিরচিতম্ রামায়ণম্		
(মূল সংস্কৃত এবং বঙ্গানুবাদ)	৩৲	৷৶০
(২৭) মধুসূদন গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ	৷৶০	।০
(২৮) হরিবংশ (বর্দ্ধমান রাজবাটীর		
বঙ্গানুবাদ)	১৴০	।৴০
(২৯) কূর্ম্মপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৴০	।৴০
(৩০) পঞ্চদশী (সটীক এবং বঙ্গানুবাদ		
ও ব্যাখ্যা সহ)	১৴০	।৴০
(৩১) উদ্বাহতত্ত্বম্		
(মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা	।৶০	।০
(৩২) শ্রীভক্তিরত্নাবলী (মূল এবং টীকা)	।৶০	৶০
(৩৩) পুরাতন পঞ্জিকা (একষট্টি বৎসরের		
পুরাতন পঞ্জিকা একত্র)	৩৷০	৸৶০
(৩৪) পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	৸০	।০
(৩৫) বঙ্গভাষার লেখক	১৲	৷৶০
(৩৬) পুরুষ-পরীক্ষা	।৴০	৶০
(৩৭) প্রবোধচন্দ্রিকা	।৴০	৶
(৩৮) কৌতুকবিলাস	৶০	৴০
(৩৯) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল	৷৶০	।০
(৪০) শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (উপন্যাস)	১৷৴০	।৴০
(৪১) চিনিবাস-চরিতামৃত (উপন্যাস)	৷৶০	।০
(৪২) নেড়াহরিদাস (উপন্যাস)	৷৶০	।০

পুস্তক	মূল্য	ডাকমাশুল।
(৪৩) কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক	।০	৵০
(৪৪) মডেল ভগিনী (উপন্যাস)	১।০	৵০
(৪৫) অধ্যাত্ম রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	।০	৴০
(৪৬) অদ্ভুত রামায়ণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	॥০	।০
(৪৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	॥৵০	।০
(৪৮) হাতেম তাই (উপন্যাস, বঙ্গানুবাদ)	।৵০	।০
(৪৯) তুলসীদাসী রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	৸০	।৴০
(৫০) হিন্দুর তীর্থ	।০	৴০
(৫১) কাশীখণ্ড (বঙ্গানুবাদ)	৸০	।০
(৫২) সঙ্গীতসার-সংগ্রহ তৃতীয় খণ্ড	।৵০	।০
(৫৩) স্তবমালা	।০	৴০
(৫৪) দেবীভাগবতম্ (মূল)	১॥০	

উল্লিখিত পুস্তকনিচয় ৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় কলিকাতা অথবা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্তব্য।

বিজয়া বটিকা—সহজে দাস্তপরিষ্কারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্র-বেদনার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—অক্ষুধা-রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শুক্র-বৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শোথ-রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—বলবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তার কবিরাজ বলেন,—জ্বরাদি রোগের এইরূপ মহৌষধ আর কখনও অবিষ্কৃত হয় নাই। জ্বর হইার উপক্রম হইতেছে—গা হাত পা ভাঙ্গিতেছে—হাই উঠিতেছে—চক্ষু জ্বলিতেছে—এরূপ স্থলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক একটা করিয়া দুইটা বিজয়া বটিকা সেবন করিলেই জ্বর আসিবার আশঙ্কা থাকিবে না। বিজয়া বটিকা সহজ-শরীরে সেবনীয়। সহজ-শরীরে সেবন করিলে বলবৃদ্ধি হয়; কান্তি-বৃদ্ধি হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। সহজ-শরীরে সেবন করিলে অন্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ পিঃ
১ নং কৌটা	১৮	॥৵০	।০	৵০	/০
২ নং কৌটা	৩৬	১৵০	।০	৵০	/০
৩ নং কৌটা	৫৪	১॥৵০	।০	৵০	/০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪ নং কৌটা	১৫৪	৪।০	।০	৵০	/০

বিজয়া বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র; ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ এক টাকা। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারতপ্রসিদ্ধ। অধিক কি পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজেশ্বর রাজার সিংহাসনসমীপে আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ড বিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণীকুলের বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয়বস্তু। জানি না কেন, কোন্ গুণে বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড, পটলডাঙ্গা বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকটে প্রাপ্তব্য।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসা।

সদ্‌গন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু; এ সুধা সর্ব্বরোগহর।

বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ;—৩২ বৎসর পূর্ণ না হইতেই অনেক বাঙ্গালীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথাসময়ে সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল সতেজ সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস যাহার লোল হইয়াছে, কটিতট কুব্জ ভাব ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তিনি তিনমাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্যসত্যই যেন নবযৌবনের আবির্ভাব, হইবে; বলবীর্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নূতন মানুষ হইবেন। যাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা ঔষধসেবনের পূর্ব্বে একবার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধসেবনের পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন। দেখিবেন ক্রমশই আপনার ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে পারেন।

সালসার মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাঃ	ভিঃ
১ নং আধপোয়া শিশি	॥৵০	॥০	৵০	৴০
২ নং একপোয়া শিশি	১৶০	৸০	৶০	৴০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১৸৶০	১৲	৶৩	৴০

তিন বা চারি শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাক-মাশুল কিছু কম পড়ে, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে যাহাদের বাড়ী, তাঁহারা রেলপার্শেলে এই সালসা দুই শিশি, চারি শিশি, ছয় শিশি বা এক ডজন একত্রে লইলে মাশুল আরও কম পড়ে।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২ টীর হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা,—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয়া যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড় পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা ; বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩ নং এক ডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲ ২৲ ৩৲ বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে। ৩নং এক ডজনের প্যাকিং চার্জ্জ ৸০ বার আনা ধরা হয়। সুতরাং সাধারণের রেলপার্শেলে ঔষধ লওয়াই সুবিধা। কোন্ রেলষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহা পত্রে খুলিয়া লিখিবেন, ইহা ব্যতীত আপন নাম ধাম পোষ্টাফিস ও জেলা লেখা আবশ্যক।

২ নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸০ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৫৲ পাঁচ টাকা। রেলপার্শেলে ঔষধ লইলে সুবিধা। প্যাকিং চার্জ্জ ॥০ আনা।

১ ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেলপার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।